গাংনী- কাথুলী সড়কে পুলিশের টহলদল যাওয়ার পরেই ডাকাতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা গাংনী-কাথুলী সড়কে ধলারমাঠ এলাকায় গত রাত ১২টায় তিনজন পথচারি ডাকাতির শিকার হন। নগদ টাকা ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নিয়ে তাদের বেদম মারধর করে ডাকাতদল।

আহত হয়েছেন সদর উপজেলার কুলবাড়ীয়া গ্রামের মিল্টন হোসেন, মোহব্বত আলী, আরিফ হোসেন।

আহতরা বলেন, রাতে গাংনী থেকে একটি ওয়াজ শুনে বাড়ি ফেরার পথে ধলার মাঠে ৭/৮ জনের মত একটি ডাকাত দল গাড়ি থামিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করে। পরে পকেটি থেকে মোবাইল ও নগদ টাকা নিয়ে সটকে পড়ে।

ডাকাতির শিকার হওয়া মিল্টন হোসেনের শ্বশুর খাইরুল সকালে মুঠোফোনে বলেন, গতরাতে ডাকাত দল প্রথমেই তাঁর জামাই মিল্টনকে মারধর করে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে । ওই সড়কে এর আগেও অনেকবার ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গরু ব্যাবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ ছয় লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের ভুমিকার আরো জোরালো থাকলে এসকল ডাকাতদল সক্রিয় হতে পারতো না বলে অভিমত স্থানীয়দের।

জানতে চাইলে ধলা পুলিশ ফাড়ির উপ পরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলাম বলেন, ওই সড়কটিতে প্রতিরাতে পুলিশের একটি টহলদল থাকে। গতরাতে ১২টায় টহলদলটি একটি ওয়ারেন্ট আসামি আটক করার জন্য চলে আসে। এর পরেই ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, গাংনী উপজেলার ধলার মাঠে এক সময় রাতের বেলায় প্রায়ই ডাকাতির ঘটনা ঘটতো। পুলিশের ব্যপক তৎপরতার কারণে ডাকাতির ঘটান উপজেলাতে একেবারে কমে গিয়েছিলো। অপরাধিদের আটক করার জন্য একাধিক পুলিশের দল মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে।

গাংনীর ৬ ইট ভাটায় সন্ত্রাসীদের হামলা

গাংনীর বিভিন্ন ইট ভাটায় হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ সময় চাঁদা টাকা দাবি করলে না দেওয়ায় শ্রমিকদের মারধর করে । সেই সাথে চাঁদার টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইটভাটাগুলো বন্ধ রাখার হুমকি দেয় তারা।

খোঁজ নিয়ে জানাযায়, গাংনীর ছয়টি ইট ভাটায় শ্রমিকদের মারধর করেছে সন্ত্রাসীরা, সেই সাথে চাঁদার দাবি করে।

সোমবার গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা ইটভাটায় হানা দিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য মোবাইল নাম্বার দিয়ে গেছে। তাদের দেওয়া শর্তমতে চাঁদা না দিলে ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয় সন্ত্রাসী বাহিনী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাটা মালিকরা জানিয়েছেন, গভীর রাতে যখন শ্রমিকরা ইট পোড়ানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন সে সময় ১০/১৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী প্রথমে থানা রোডে পান্না ব্রিকসে হানা দেয়। এসময় ইট পোড়ানোর শ্রমিকদের মারধর করে। পর্যায় ক্রমে পার্শ্ববর্তী দোয়েল ব্রিকস, পায়রা ব্রিকস, টুইস্টার ব্রিকস, আস্থা ব্রিকস ও এএসবি ব্রিকসে হানা দিয়ে তাণ্ডব চালায়।

এএসবি ব্রিকস স্বত্বাধিকারী আনোয়ার হোসেন বলেন, সন্ত্রাসীরা হানা দিয়ে শ্রমিকদের মারধর করে ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এসময় ইটভাটার পরিবহনের যানবাহনে ভাঙচুর চালায় তারা।

ইট ভাটা মালিকরা জানান, সন্ত্রাসীরা শ্রমিকদের বেধড়ক মারপিট করে। সামান্য আহত কয়েক জন শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সন্ত্রাসীরা পাঁচটি ইটভাটা তেই কাগজে লিখে একটি মোবাইল নাম্বার দিয়ে গেছে। ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে চাঁদা পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে। চাঁদা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ইটভাটা বন্ধ রাখতে হুমকি দিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা।

বিষয়টি নিয়ে ইটভাটাগুলোতে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে আজ সকাল থেকেই ইটভাটার কার্যক্রম চালু থাকলেও রাতে শ্রমিকরা আর কাজ করতে চাইছে না।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনাগুলোর জিডি দায়ের করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীতে চোর সন্দেহে শিশুসহ আটক-৬

মেহেরপুরের গাংনীতে চোর সন্দেহে পৃথক অভিযানে এক শিশুসহ ৬ জনকে আটক করেছে থানা পুলিশ। রোববার দিবাগত মধ্যরাতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয় ।

আটককৃতরা হলো উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের কাওছার মণ্ডলের ছেলে আয়নাল হক (৩৫), গাংনী পৌর এলাকা মহিলা কলেজ পাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে হাবিবুর রহমান (২৮), সাহারবাটি গ্রামের ক্লাব পাড়ার দেলশাদ হোসেনের ছেলে মানিক হোসেন (২০), ফতাইপুর গ্রামের মন্ডল শেখের ছেলে জনি (৩৭), পূর্ব মালসাদহ গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে আব্দুল হালিম (২৩), পূর্ব মালসাদহ গ্রামের কাওছার আলী ছেলে সিহাব আলী (১৪)।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান, ইতোপূর্বে গাংনী থানায় তাদের বিরুদ্ধে চুরি মামলা রয়েছে তাই তাদের সন্দেহমূলক আটক করা হয়েছে।

গাংনীতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মুক্তি পেল চেংগাড়া গ্রামের

অবরুদ্ধ পঞ্চাশ পরিবার

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে গাংনীর চেংগাড়া গ্রামের এক দখলবাজের আবদ্ধতা থেকে রেহায় পেয়েছে অন্তত পঞ্চাশটি পরিবার। সোমবার সকালে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও গাংনী থানা পুলিশের সহায়তায় আবদ্ধকৃত রাস্তাটিতে রাখা বালি অপসারণ করা হয়। রাস্তায় রাখা বালি অপসারনের পর উন্মুক্ত হয় ভুক্তভোগী পরিবারগুলি। উন্মুক্ত রাস্তায় চলাফেরা করতে পেরে ভুক্তভোগীসহ শিশু কিশোরদের মাঝে বইছে নতুন উল্লাশ।

সোমবার দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “গাংনীতে জোরপুর্বক রাস্তা দখল। আবদ্ধ অর্ধশত পরিবার” শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি প্রকাশের পর স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখে রাস্তাটি মানুষ চলাচলালের উপযোগী করেন। প্রশাসনের ভুমিকা ও স্থানীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ভুক্তভোগীরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ গাংনী উপজেলার চেংগাড়া ডাক্তার পাড়ায় মানুষ চলাচলের একমাত্র শত বছরের রাস্তা দখল করে বালি রাখায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে প্রায় পঞ্চাশ পরিবার। মালিকানা জমির দাবী করে রাস্তা ওপর বালি রাখায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়। রাস্তার ওপর থেকে বালি অপসারণ করে আবদ্ধ পরিবারদের যাতায়াতের ব্যাবস্থা করার দাবীতে গত রবিবার দুপুরে মানববন্ধন করেন ভুক্তভোগীরা।

জানাগেছে, চেংগাড়া গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন তার বাড়ির সামনের শত বছরের মানুষ চলাচলের একটি রাস্তা দখল করে তামাকঘর নির্মাণ করছিলেন। এবিষয়ে স্থানীয়রা আদালতে মামলা করেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী গাংনী থানায় আদেশ জারি করেন স্থানীয় আইন শৃংখলা বজায় রাখতে।

গাংনী থানা পুলিশ তোফাজ্জেল হোসেনের তামাক ঘর নির্মাণ কাজ স্থগীত করেন এবং বালি অপসারণ করে স্থানীয়দের যাতায়াত নিশ্চিত করতে বলেন। কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হলেও বালি অপসারণ করেনি তোফাজ্জেল হোসেন। বালি রাখার পর থেকেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে অর্ধশত পরিবার। শিশু কিশোরসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে এনামুল হক, ছহিরুদ্দীন, রফিজউদ্দিনের ছেলে আব্দুল বারিসহ উপস্থিত স্থানীয়রা জানান, এটি প্রায় শত বছর

ধরে মানুষ চলাচল করে। প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের একমাত্র রাস্তা এটি। সরকারি টাকায় কয়েকবার মাটি ভরাটের কাজ করে স্থানীয় শোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদ। হঠাৎ রাস্তাটি বন্ধ করে আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে তোফাজ্জেল হোসেন। এ নিয়ে কয়েকবার রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

তবে তোফাজ্জেল হোসেনের মেয়ে পারুলা খাতুন বলেন, জমিটি আমাদের নিজস্ব মালিকানা তাই বালি রাখা হয়েছে। আমাদের নামে কাগজপত্র রয়েছে।

তোফাজ্জেল হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা হলে তিনি বলেন, আমি বয়েকদিন পর বালি অপসারণ করব। তবে জমি আমার নামে খতিয়ান ভুক্ত হয়েছে। সরকারি খতিয়ানভুক্ত রাস্তা না।

এবিষয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন ভুমি অফিস ডহর উল্লেখ করে রাস্তা হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে বলে প্রত্যয়ন প্রদান করেন তহশিলদার। জনগনের রাস্তা হিসেবে সরকারি অর্থে মাটি ভরাটের কাজ করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন রাস্তা হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে মর্তে প্রত্যয়ন দেন ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি।

এদিকে রাস্তাটি পুনরাই অবদ্ধ করতে বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন তোফাজ্জেল হোসেন ও তার পরিবার। ভুক্তভোগীদের দাবী পঞ্চাশ পরিবারের চলাচলের একমাত্র রাস্তাটি যেন আর আবদ্ধ না হয় তার জন্য প্রশাসনের ভুমিকা রাখতে সবিনয়ে অনুরোধ করেন।

গাংনীতে জোরপুর্বক রাস্তা দখল, আবদ্ধ অর্ধশত পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া ডাক্তার পাড়ায় মানুষ চলাচলের একমাত্র শত বছরের রাস্তা দখল করে বালি রাখায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার। প্রশাসনকে বার বার অভিযোগ করে সমস্যার সমাধান পাইনি ভুক্তভোগী পরিবার।

মালিকানা জমির দাবী করে রাস্তা ওপর বালি রাখায় এ সমস্◌্যার সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তার ওপর থেকে দ্রত বালি অপসারণ করে আবদ্ধ পরিবারদের যাতায়াতের ব্যাবস্থা করার দাবীতে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগীরা।

জানাগেছে, চেংগাড়া গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন তার বাড়ির সামনের শত বছরের মানুষ চলাচলের একটি রাস্তা দখল করে তামাকঘর নির্মাণ করছিলেন। এবিষয়ে স্থানীয়রা আদালতে মামলা করেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী গাংনী থানায় আদেশ জারি করেন স্থানীয় আইন শৃংখলা বজায় রাখতে।

গাংনী থানা পুলিশ তোফাজ্জেল হোসেনের তামাক ঘর নির্মাণ কাজ স্থগীত করেন এবং বালি অপসারণ করে স্থানীয়দের যাতায়াত নিশ্চিত করতে বলেন। কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হলেও বালি অপসারণ করেনি তোফাজ্জেল হোসেন। বালি রাখার পর থেকেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে অর্ধশত পরিবার। শিশু কিশোরসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পরে গাংনী উপজেলা প্রশাসনকে কয়েকবার অবহিত করেন স্থানীয়রা। তবুও কোনো সুরাহা না হওয়ায় রাস্তার দাবীতে রবিবার দুপুরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করেন স্থানীয়রা।

গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে এনামুল হক, ছহিরুদ্দীন, রফিজউদ্দিনের ছেলে আব্দুল বারিসহ উপস্থিত স্থানীয়রা জানান, এটি প্রায় শত বছর ধরে মানুষ চলাচল করে। প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের একমাত্র রাস্তা এটি।

সরকারি টাকায় কয়েকবার মাটি ভরাটের কাজ করে স্থানীয় শোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদ। হঠাৎ রাস্তাটি বন্ধ করে আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে তোফাজ্জেল হোসেন। এ নিয়ে কয়েকবার রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

তবে তোফাজ্জেল হোসেনের মেয়ে পারুলা খাতুন বলেন, জমিটি আমাদের নিজস্ব মালিকানা তাই বালি রাখা হয়েছে। আমাদের নামে কাগজপত্র রয়েছে।

তোফাজ্জেল হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা হলে তিনি বলেন, আমি বয়েকদিন পর বালি অপসারণ করব। তবে জমি আমার নামে খতিয়ান ভুক্ত হয়েছে। সরকারি খতিয়ানভুক্ত রাস্তা না।

এবিষয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন ভুমি অফিস ডহর উল্লেখ করে রাস্তা হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে বলে প্রত্যয়ন প্রদান করেন তহশিলদার। জনগণের রাস্তা হিসেবে সরকারি অর্থে মাটি ভরাটের কাজ করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন রাস্তা হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে মর্তে প্রত্যয়ন দেন ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ করতে বলেন। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা নুর-ই- আলম সিদ্দিকী বলেন, রাস্তা হিসেবে ব্যাবহার করা হলেও সেটি মালিকানা খতিয়ান ভুক্ত তাই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছেনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, আমি বিভিন্ন মহল থেকে জানতে পেরে এসিল্যান্ড সাহেবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে চাই

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা যেমন নিষ্পেষিত তেমনি রাষ্ট্র কর্তৃকও অবহেলিত দলিত সম্প্রদায়। বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করলেও দলিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে অনেক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। জন্মগত ও পেশাগত কারণেই তাদের মূল জনস্রোত থেকে আলাদা করে রেখেছে। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলিত যুব সমাজের অংশগ্রহণ নাই বললেই চলে।

অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দলিত যুবসমাজ মূল ধারার সাথে তাদের সম্পৃক্ত করতে পারেনা বা সম্পৃক্ত হতে দেওয়া হয় না। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর পরিষদের মত তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি গুলোতেও দলিত যুব সমাজের কোন প্রতিনিধি থাকে না।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, শিক্ষা গ্রহণ, চাকরি বা ব্যবসাসহ স্থায়ী ভাবে বসবাসের অধিকার থাকলেও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী হয়ে বেঁচে থাকতে হয় দলিতদের। এই বৈষম্যের শিকার হয়ে দলিত যুব সমাজের মধ্যে এক ধরণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কেউ বিপথে পা বাড়াই আবার কেউ উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে। কেউ কেউ একত্র হয়ে নিজেদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে।

গাংনী উপজেলায় আছে একটি উন্নয়ন সংস্থা যার নাম ‘দলিত হরিজন উন্নয়ন সংস্থা’। সেখানে সভাপতি হিসেবে অশোক চন্দ্র বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাধন কুমার দাস নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস জানান, হরিজনদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে-দলিত হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা, অল্প শিক্ষিতদের কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া, নিরক্ষরদের বিভিন্ন হাতের কাজ সেখানো ও তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা, মহিলাদের বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষা লভের সুযোগ করে দেওয়া, বাল্য বিবাহের সকল কুফল বর্ণনা ও রোধের ব্যবস্থা করা, সকলকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে সাহায্য করা, রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন রকমের সহায়তাগুলো কি এবং তা কি ভাবে কার মাধ্যমে পাওয়া যায় সে বিষয়ে ধারণা প্রদান করা, সামাজিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে স্থানীয় মেম্বর চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে সমাধানের চেষ্টা করা, অসচ্ছল ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা, শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং সর্বশেষ দলিত হরিচরণ পূর্ব পুরুষদের সংস্কৃতি ধরে রাখতে উদ্বুদ্ধ করা ও সার্বিক সহয়তা প্রদান করা।

মেহেরপুরের সুইপার কলোনির ২৮ জন যুবক একত্র হয়ে তৈরি করেছে হরিজন বালক পূজা কমিটি। অজয় বাসফোর, সঞ্জয়, জয়, রঞ্জিত, দীপক, গোপি, রনি, রানা, জনি ভূঁইমালি, বিপ্লব, প্রদীপ, শাওন সুরেন, বলবীর, কার্তিক, বিশাল, কৃষ্ণা, জুয়েলসহ একঝাঁক যুবক এই সংগঠনের সাথে কাজ করছে। তারা অভিন্ন ভাবে জানান, এই কমিটির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন। নিজেদের মাসিক চাঁদা, বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান সংগ্রহ করে ফান্ড তৈরি করেছেন। এই ফান্ড থেকে তারা

বাৎসরিক ভিত্তিতে লোন প্রদান করে থাকে। হাঁস, মুরগি, ছাগল পালন বাঁশের কাজের সাথে জড়িতদের ব্যবসায়ী উপকরণ ক্রয়সহ নানান কাজে উদ্যোক্তাদের এই ঋণ দেওয়া হয়। একই সাথে ডিজে(উঔ) ডান্স ক্লাব ও ডি (উ) স্টাইল ক্লাব নামে দুটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এর মাধ্যমে এক দিকে তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ যেমন ঘটছে তেমনি বিভিন্ন স্থানে প্রোগ্রাম করে আর্থিক ভাবেও সুবিধা পাচ্ছে।

গাংনী উপজেলার বামন্দিতে রয়েছে “বামন্দি বেদ সম্প্রদায় হস্তশিল্প সমবায় সমিতি”। হরে কৃষ্ণ আদিবাসী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নান্টু কুমারের নেতৃত্বে চলছে এই সংগঠনটি। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয় নয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েও কাজ করে সংগঠনটি। আনন্দ স্কুল পরিচালনা, মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার নিয়েও বর্তমানে কাজ চলছে।

নাগরিক সমাজের বিভিন্ন জনের মত দলিত জনগোষ্ঠীর লোকায়িত ধর্ম গুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। উচ্চবর্ণের নিপীড়ন ও মনস্তাত্ত্বিক চাপ থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। বলরাম হাড়ি’র দর্শন কে ধারণ করতে হবে। যুবসমাজ উন্নয়নের একটি বড় শক্তি তা সে যে সম্পদায়েরই হোক না কেন। তাদেরকে সকল উন্নয়ন ভাবনায় যুক্ত করতে হবে।

স্থানীয় উন্নয়ন ভাবনায় দলিত যুব সমাজের অংশ গ্রহণ প্রশ্নে মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন (ধুমকেতু) বলেন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের মূল ধারার সাথে সংযুক্ত করা। একই সাথে সিভিল সোসাইটির ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। উৎপাদনের মূলধারা কৃষি কাজে দলিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

গাংনীতে সড়ক কাঁপাচ্ছে মাটি বোঝাই ট্রাক্টর

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ৮নংধানখোলা ইউপি জুগিন্দা, বাগুদা টেপা সহ কয়েটি গ্রামে চলাচলের রাস্তা দিয়ে সকাল ৭টা থেকে সন্ধা

৭টা পর্যন্ত মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর চলাচলের কারনে এতদা অঞ্চলের দুবিসহ জীবন যাপন করিতেছে গ্রামবাসীরা।

জুগীন্দা চায়ের দোকানদার মকলেছুর জানান প্রতিদিন প্রায় ৩০টি ইটভাটা মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর একটি রাস্তা দিয়ে চলাচলের কারনে আমার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

জুগীন্দা জামে মসজিদের মুসুল্লিরা জানান এই গ্রামে ২টি মসজিদ রাস্তা পার্শে হওয়ার কারনে মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর শব্দের কারনে নামাজ কালাম পড়াই বিঘ্নীত হয়।

পথচারী আমজাদ,আবুল কালাম, আব্দুর রহমান, সহ শত শত মানুষের অভিযোগ মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর কারনে শিশু কিশোরদের বাড়ীতে বের হতে পারছেনা।

অতিরিক্ত ধুলাবালি ও দুরঘটনার ভয়ে কারনে শিশু কিশোরদের মনে উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ী ঘরে জিনিসপত্র ধুলাবালিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

৮নং ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন ধানখোলা ইউপি বিভিন্ন গ্রামের রাস্তা ইটভাটার মাটি বহনের ট্রাষ্টর মালিকদের দখলে জনসাধরনের চলাফেরা কোন রকম ব্যবস্থা নেই এবং তিনি আরো জানান বিগত আইন শৃস্খলা মিটিং বিষয়টি আমি উত্থাপন করে ছিলাম।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে যোগাযোগ করিলে মোবাইল ফোন রিসভ করেনি।

শান্তি ও সম্প্রীতির গাংনী পৌরসভা করার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শান্তি ও সম্প্রীতির গাংনী পৌরসভা করার লক্ষ্যে শনিবার দুপুরে ফ্যাসিলেটর গ্রুপ পি এফ জির আয়োজনে মহিলা কলেজের সভা কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন পিএফজির মাষ্টার টেইনার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান, বামুন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, সুজন সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রশিদ, বীরমুক্তিযোদ্বা মোজাম্মেল হোসেন, পিএফজির কো অর্ডিনেটর প্রভাষক মহিবুর রহমান মিন্টু ও নবনির্বাচিত কাউন্সিলর বৃন্দ।

এসময় হাঙ্গার প্রজেক্টের এলাকা সমন্ন্নয়কারী, হেলাল উদ্দীন, পিএফজির সদস্য জুলফিকার আলী কানন, আজিজুল হক রানু, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, পিএফজির সদস্য জুবায়ের সাকিব বাপ্পি,জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব,ছাত্রনেতা নাঈম ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ২৬ পরিবারে বইছে ঈদের আনন্দ

এম এফ রুপক/শাকিল রেজা:
বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে একসঙ্গে ঘর পেল প্রথম ধাপে মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ২৬ জন ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবার। শনিবার তিন উপজেলা পরিষদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুবিধাভোগীদের হাতে ঘরের কাগজ ও চাবি তুলে দেওয়া হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মাধ্যমে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় এসব আধা পাকা ঘর ও জমি।

সারা দেশে প্রথম ধাপে ঘর জমিসহ ঘর পেয়েছে ৬৯ হাজার ৯শ ৪ পরিবার।

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে তাদের চোখে-মুখে যেন খুশির ঝিলিক। এ যেন ঈদের আনন্দকেও হার মানাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারা বলেন, নিজের একটি পাকা ঘর ও ভূমি হতে পারে তা আমরা আগে কখনও ভাবিনি। এটিই বিশ্বে গৃহহীন মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি।

সংশ্লিষ্টরা জানান, গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়ার এত বড় কর্মসূচি পৃথিবীতে আর একটিও নেই। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস গড়লো বাংলাদেশ। দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষদের মধ্যে যাদের ভূমি নেই তাদের সরকারের খাস জমি থেকে ২ শতাংশ ভিটে এবং ঘর দিচ্ছে সরকার। যাদের ভিটে আছে ঘর নাই তাদের ঘর দিচ্ছে সরকার। প্রতিটি ঘর দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এতে দুটি রুম ছাড়াও সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি খোলা জায়গা থাকবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মুজিবনগর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ৪ টি ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমিসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার। সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলমের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাফিজ আল আসাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা প্রমুখ।

অন্যদিকে গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষ থেকে ৬টি পরিবারকে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ সবিধাভোগীদের হাতে জমির কাগজসহ ঘরের চাবি তুলে দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা খাতুনসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম সদরের ১৬ টি ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমির কাগজসহ ঘরের চাবি তুলে দেন। উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘর হস্তান্তর করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতাসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর জেলায় যে ২৬ পরিবার ঘর পেলো তারা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের আব্বাস আলীর স্ত্রী মমতাজ পারভীন, উজলপুর গ্রামের খুদা বকসের স্ত্রী মেহেননিগা খাতুন, কুতুবপুর গ্রামের মিলন হোসেনের স্ত্রী ফাহিমা খাতুন, শিবপুর গ্রামের হযরত আলীর স্ত্রী জামেরন, উজলপুর গ্রামের জিতুকালামের স্ত্রী বেগম, ইছাখালী গ্রামের সাজাত আলীর স্ত্রী রুপালী খাতুন, গোভীপুর গ্রামের সাদ আলীর স্ত্রী বেদেনা খাতুন,

মেহেরপুর পৌরসভার বেড় পাড়ার কেরামত আলীর স্ত্রী মেরিনা খাতুন, মেহেরপুর পৌর সভার কলেজ পাড়ার মহিরদ্দীন মন্ডল, মেহেরপুর পৌরসভার কলেজ পাড়ার সজলের স্ত্রী রিমা খাতুন, মেহেরপুর কলেজ পাড়ার আঃ মালেকের স্ত্রী করিমন খাতুন, মেহেরপুর পৌর সভার গোহাট পাড়ার আবু হোসেনের স্ত্রী হালিমা খাতুন, দিঘির পাড়ার আবুল হোসেনের স্ত্রী টুনি খাতুন, দিঘির পাড়ার রাইহানের স্ত্রী লাভলী খাতুন, স্টেডিয়াম পাড়ার ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী ফরিদা পারভীন, বেড়পাড়ার জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী মজিরন খাতুন,

গাংনী উপজেলার, কাজিপুর গ্রামের জহুর আলীর ছেলে ছহির উদ্দিন, কাজিপুর গ্রামের যমুনা খাতুন, কাজিপুর গ্রামের ফেরদৌসি খাতুন, নিশিপুর গ্রামের তহমিনা খাতুন, জুগীরগোফা গ্রামের মৃত নিয়াত আলীর স্ত্রী হাজেরা খাতুন, চেংগাড়া গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে জিন্নাত আলী,

মুজিবনগর উপজেলার, মহাজন পুর গ্রামের ফজিলা খাতুন, মহাজনপুর গ্রামের ওশিন খাতুন, মহাজনপুর গ্রামের দাসী খাতুন ও মহাজনপুর গ্রামের খইরন নেছা।

মেপ্র/এমএফআর

মাদক বহনে ব্যবহৃত হচ্ছে শিশুরা!

এম এফ রুপক:
মরণনেশা ইয়াবা, গাঁজা, ফেন্সিডিল, ভারতীয় বিভিন্ন ব্র্যান্ড্রের মদসহ বিভিন্ন মাদক বহন করা হচ্ছে অভিনব কৌশলে। বহনকারী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া কিশোরদের। সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার দুরে গিয়ে কিশোরদের হাত বদল হয়ে যাচ্ছে আরেক বহনকারীর হাতে। এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকায় ভাড়া করা হচ্ছে এইসব স্কুল পড়ুয়াদের। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় অনেকটা অভাবের তাড়নায় এই পথে পা বাড়াচ্ছে তারা। রাতের আধারে বিজিবি বা অন্য কোন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহীনির চোঁখ ফাঁকি দিয়ে খুব সহজেই নির্দিষ্ট গন্তব্যে মাদক পৌছে দিচ্ছে কিশোররা। মাঝে মধ্যে বিজিবি’র তাড়া খেয়ে মাদক ফেলে পালিয়েও যাচ্ছে তারা।

এ নিয়ে অনেক সময় বহন খচর নিতে ঝামেলাও হয়েছে বলে জানিয়ে এক কিশোর। গাংনীর সীমান্তবর্তী এলাকা কাজীপুর, তেতুলবাড়িয়া, রংমহল, খাস মহল মাদক চালানের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

খাস মহলের ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া রাসেল (ছদ্ম নাম) জানান, সীমান্তের কাঁটাতার থেকে এক কিলোমিটার মতো দুরে নিদিষ্ট স্থানে মাদক দিয়ে আসতে পারলেই এক থেকে দেড় হাজার টাকা পাওয়া যায়। আমি সহ আমার তিন জন বন্ধু বেশ কয়েকদিন বহন করে দিয়েছি। এক দিন দেড় হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে ৫’শ টাকা দেয়।

এ নিয়ে তাদের সাথে ঝামেলা হয়। তারপর থেকে আর বহন করি না। কিন্তু এখন রাতে বাড়িতে ঘুমানোর সাহস হয় না। কারা এই টাকা দেয় জানতে চাইলে রাসেল বলে, মোবাইলের মাধ্যমে কথা হয়। মাঝে মধ্যে গ্রামেরই কেউ কেউ টাকা দেয়।

খাস মহলের ১৭ বছরের অটো চালক সালমান (ছদ্ম নাম) জানান, আমাদের বয়সি বা আমাদের চেয়ে কম বয়সি গ্রামের বেশ কয়েকজন মাদক বহনের সাথে জড়িত। প্রতি ১’শ বোতল ফেন্সিডিল কাঁটাতার থেকে গ্রামের মধ্যে আনতে পারলে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। কোন কোন উৎসবের সময় চাহিদা

বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে বহন খরচ আরও বেশি দেওয়া হয়। আমাদের শুধু জায়গা বলে দেওয়া হয়। ওপার থেকে সেই জায়গায় আগে থেকেই মাদক ফেলে রাখে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

মাদক বহন করতে গিয়ে অনেকেই এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। এমনি একজন খাসমহল গ্রামের মাদকাসক্তের বোন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমার ভাই নতুন ৯ম শ্রেণীতে উঠলো। মাঝে মধ্যে আমাদের অজান্তেই মাদক বহন করতো। এভাবে বহন করতে গিয়ে সে এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। প্রায় প্রতি রাতেই গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদক সেবন করে বাড়ি ফেরে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান বলেন, সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমাদের জনবল কম থাকায় হয়তো অনেক কিছু এড়িয়ে যায়। সীমান্ত এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে মাদক সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক প্রচার ও সমাবেশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে করে শুধু শিশুরাই না, কেউই যেন মাদকের সাথে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, এই ধরণের কোন তথ্য আমাদের কাছে এখনো আসেনি। তবে সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের সুযোগ্য পলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর স্যারের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ থেকে সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যে মাদক সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় সোচ্চার আছি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মাদক ব্যবসায়ীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজাও হয়েছে। তবে শিশুরা যেন মাদকের সাথে যুক্ত না হয় সেজন্য প্রয়োজনে আমরা ঐ সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বেশি বেশি মাদক সচেতনতামূলক অভিযান চলাবো।